মেহেরপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের করোনা মোকাবেলায় অনুদান

মেহেরপুরে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ও শিক্ষা অফিস থেকে করোনা মোকাবেলায় অনুদান হিসেবে দিলেন ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৫০ টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একাউন্টে এই টাকা পাঠানো হয়েছে।

জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক মোঃ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, তিন উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও জেলার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহীত ৮ লক্ষ ৬৬ হজার ১৫০ টাকা অনুদান হিসেবে মহাপরিচাল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একাউন্টে দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

ত্রাণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল ২য় দিনের মত মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

২ হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জেলা পরিষদের উদ্যোগে গাংনী উপজেলার কাথুলী, সাহারবাটি, রাইপুর, গাংনী, ধানখোলার দুস্থ মনুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন চেয়ারম্যান।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামিলীগ এর সভাপতি গোলাম রসুল বলেন, মেহেরপুরের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কোন মানুষ যেনো না খেয়ে থাকে সেজন্য প্রতিটি অসহায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা জাকির এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য, পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন দুস্থ পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো: মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেন।

জাকির হোসেন মোবাইল ফোনে জানান, আমার এলাকার এমন কিছু পরিবার আছে যারা এই কঠিন পরিস্থিতিতে খুব কষ্টে আছে। আজ পর্যন্ত সরকারি বা অন্য কোন সংগঠন থেকে তারা কোন সহযোগীতা পাইনি।

এমন মানুষের তালিকা করে তাদের বাড়িতে খাদ্য পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আজ মেহেরপুর সাহজিপাড়া ও চক্রপাড়ায় বিতরণ করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, মেহেরপুর জেলা নবীনদলের দপ্তর সম্পাদক সোহাগ আলী।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীর ভাটপাড়া আবাসনে পৌছায়নি খাদ্য সহায়তা ৯০ পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন

মহামারী করোনার ছোবলে পড়ে কর্মহীণ হয়ে ধুকছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দারা। ৯০ টি পরিবারের কেউ পায়নি সরকারী বা বেসরকারী ত্রাণ। কর্মহীণ হয়ে পড়ায় অভাব যেন হা করে গিলে খাচ্ছে ওদের। তবে স্থানীয় সাংসদ বলছে অতিদ্রত তাদের মাঝে পৌছে যাবে খাদ্য সহায়তা।

বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া বৃদ্ধ সাবান আলী। তিনি পেশায় একজন ভিক্ষুক। সারাদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে দিন কাটতো তার। সারা দিনে মানুষের কাছে চেয়ে যা পেতেন নিজেন চিকিৎসা খরচ চালিয়ে খাবার কিনতেন। বর্তমানে করো বাড়ি যাওয়া নিষেধ থাকায় উপার্জন বন্ধ হয়ে পেড়েছে। খাবার সংকট ছাড়াও ওষুধ কিনতে না পারায় ধুকছেন বৃদ্ধ সাবান আলী।

বৃদা রমেছা বেগম। স্বামী অনেক আগেই মারা গেছেন। অনেক বয়স হয়েছে। বেশিদুর হাটতে পারেননা। তবুও পাচ বাড়িতে ঘুরে জীবন চালাতে হতো। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি কোথাও বের হতে না পারায় খাদ্য খাবারে টানা পড়েন চলছে।

এভাবে আর কটা দিন চলতে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে বলতে গিয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন। খুব দ্রত বিত্তবানদের সহযোগীতার হাত বাড়ানোর দাবী জানিয়েছেন তারা। আবাসনের আর এক বাসিন্দা মৃত মুরদি আলীর বিধবা স্ত্রী রহিমা বেগম। তিনিও ভিক্ষাবৃত্তিতে সংসার চালান। এখন তার করুন পরিনতি । খাবার সংকট ও ওষুধ কেনা টাকা নেই।

তার সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি অতিতের দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়ে বলেন এখন অনেক মানুষ অনেক মানুষকে সাহায্য সহযোগীতা করছে শুধু শুনতেই পাচ্ছি। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ তাদের দিকে সহযোগীতার হাত বাড়ায়নি।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি এলাকায় ২০০৫ সালে ছিন্নমুল মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয় আবাসন প্রকল্প। ৯০ টি পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রয় নেয় দিনমজুর ও ভিক্ষুক।

এখানে রয়েছে অন্তত তিন শতাধিক লোকের বসবাস। গত মাসের শেষ সপ্তাহে লোকজনকে ঘরে থাকতে বলা হয় ও দোকান পাট বন্ধ করে দেয়া হয়। সে থেকে কর্মহীণ হয়ে পড়ে সকলেই। ভিক্ষুকরাও বের হতে পারে না।

এমতাবস্থায় পরিবারের লোকজনকে নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিনপাত করছে আবাসনের বাসিন্দারা। অপেক্ষায় রয়েছে সরকারী বা বেসরকারীভাবে বিতরণ করা ত্রাণের। কিন্তু অদ্যাবদি কোন ত্রাণ পৌঁছায়নি সেখানে। কাজের আশায় প্রতিদিন শহরে যাওয়া হতো। কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রাদূর্ভাব ঠেকাতে শহরের দোকান পাট ও চলাচল বন্ধ করা হয়।

ভিক্ষুকরাও ভিক্ষা করতে পারে না। ফলে পরিবার নিয়ে মহা সংকটে পড়েছেন বাসিন্দারা। জরুরী ভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা না করা হলে অনাহারে ধুকে ধুকে মরতে হবে এমন আর্তনাদ তাদের।

সরকারি সহযোগীতার ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, অনেক মানুষকেই খাদ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে খুব শিঘ্রই আবাসনের বাসিন্দাদের মাঝে সহায়তা পৌছে যাবে। গাংনীতে একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারে উপচে পড়া ভিড়

করোনা ভাইরাসের কারনে সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে চলছে লক ডা্উন। তার উপেহ্মাকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে কাঁচা বাজার ক্রেতা- বিক্রতারা মানছেনা লক ডাউন ।

কাঁচা বাজারের লক্ষ করলে দেখা যায় মেহেরপুরে কাঁচা বাজার সকাল হতে না হতে কাঁচা বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতার উপচে পড়া ভীর। দেখা যাই মানুষের সমগোম, তাদের মুখে নেই কোন মাক্স, নেই হাতে হ্যান্ড গ্লাভস দেখা যাইনি নিদিষ্ট কোনো দুরত্ব । গায়ে গা ঠেকিয়ে চলছে বেচা কেনার যরদার ।

এ সময় দেখা গিযেছে রিকশা, পাখি ভ্যান,অটো রিকশা, আলগামন, সহ সকল প্রকার যানবহণ।মানা হচ্ছেনা লক ডাইন চোখে পড়ে জন সাধরনের সমাগম।

কিছু লোকের সাথে কথা বলে যানা যায়, বাজারে বিভিন্ন জাইগা থেকে কৃষকরা সবজি বেচার জন্য আসে, ওই সবজি কেনার
জন্য বাজারে ভিড় করে দোকান দাররা সহ বাইরে খুরচা-পা্কইরি ক্রেতা-বিক্রতা সকালে ভীড় দেখা যায়।

মেহেরপুরে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়

করোনা ভাইরাসের কারণে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওযায় সরকার টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মতে মেহেরপুর পৌর এলাকার নয়টি পয়েন্টে ৯ জন ডিলারের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি শুরু করেন।

সপ্তাহে তিন দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ছিল তৃতীয় দিন। ১০ টাকা কেজি দরে ৫ কেজি চাল ক্রয় করতে মেহেরপুর শহর সহ শহরের আশেপাশের গ্রামের মানুষ রাত দুইটা তিনটা থেকে লাইন দেওয়া শুরু করেন। সকাল

হতে হতে লাইনের দীর্ঘতা বৃদ্ধি পায়। ১০ টাকা কেজি দরে চাল কিনতে এতটাই ভিড় জমেছে অনেকে বাধ্য হয়ে রাত দুইটা তিনটার সময় এসে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়।

নিয়ম অনুযায়ী তিন ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা থাকলেও মেহেরপুর শহরের কোথাও এ নিয়ম মানা হচ্ছে না। মহিলা ও পুরুষদের পৃথক দুটি লাইন থাকার কথা থাকলেও ছোট ছোট শিশুরা এ লাইনে এসে ভিড় জমাচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন চাউল বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে একই বাড়ির স্বামী স্ত্রী সহ তাদের সন্তানদের নিয়ে লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে।

অর্থাৎ একই বাড়ি থেকে ৪-৫ জন মিলে কেজি চাল গ্রহণ করা হচ্ছে। একটু দূর থেকে অর্থাৎ সকালে যারা চাল নিতে লাইন দিচ্ছেন তারা তারা চাল পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে লাইনের দূরত্ব বজায় রাখাসহ কাড প্রথা চালু অথবা একটি পরিবারে যাতে একবার চাল গ্রহণ করতে পারে সে দিকে নজর দেয়ার জন্য অনেকেই আহ্বান জানিয়েছেন।

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর অভিযান সহ অনুপ্রবেশকারীদের জেলা প্রশাসনের সতর্কতা

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচার অভিযান চালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহর ও মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অন্য জেলা থেকে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে এসে অবস্থান গ্রহণ করায় তাদের এবং তাদের পরিবারকে সতর্ক করা হয়েছে।মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর ও বন্দর গ্রামে চারটি বাড়ির লোকজনকে সতর্ক

করা হয়।

জানা গেছে গোপালপুর গ্রামে কয়েকদিন পূর্বে কুষ্টিয়া থেকে ওই বাড়ির জামাতা সহ কয়েকজন ব্যক্তি এবং বন্দর গ্রামে ফেনী জেলা থেকে একজন কয়েকদিন আগে থেকে ওই গ্রাম দুটিতে অবস্থান করছেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাইরের জেলা থেকে আসা ঐ সমস্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঐসমস্ত বাড়িতে অভিযান চালান।

দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের কোট এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।সরকারি নির্দেশ অমান্য করে অযথা বাইরে ঘোরাফেরা দায়ে ৩ জনের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের কোট এলাকায় সরকারী আইন অমান্য করে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার দায়ে মোট ৩ টি মামলা দায়ের করা হয়। ওই ব্যক্তিদের নিকট থেকে ৬শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম, বগুড়া সেনানিবাস ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আরমান সহ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা অভিযান অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায়

অভিযান অব্যহত

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত। অভিযানে ১৭ জনকে জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

এ সময় সেনা বাহিনী জনসমাগম পরিহার করুন নিজে বাঁচুন আন্যকে বাচতে সহায়তা করুন।

গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত করোনা ভাইরাস প্রদুরভাব রোধে মেহেরপুর সদর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রোট কাজী মো: অনিক ইসলামের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী মাদ্যমে সড়কের রাস্তায় লক ডাউন না মানাই অনেক মোটরসাইকেল গাড়ির কাগজ পত্র ঠিক না থাকায় ও সাধারণ লোক সমাগম করার, বিনা কারনে রাস্তায় আসার অপরাধে ১৭ জনকে অনাদায়ে ১০০ টাকা করে অর্থ দন্ড করেছেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন হাট বাজারে সাধারণ মানুষের জমায়েত না হওয়া মার্কেট বন্ধ রাখা সহ গ্রামে গ্রামে ঘুরে চায়ের দোকানে গুলোতে লোক সমাগম বিরত থেকে নিজ নিজ বাড়ী অবস্থান করার কথা জানানো হয়।লক ডাউন মেনে প্রশাসন কে সহোযোগিতা নিরাপদ দুরুত্ব নিশ্চিত করতে বলা হয়।

মেহেরপুরে সনো ল্যাবের বিরুদ্ধে ভুল রিপোর্টের

অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর কাঞ্চন মালা (২২) নামের এক রোগীর রক্তের ভুল রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সনোল্যাবের বিরুদ্ধে। তবে সনোল্যাব কর্তৃপক্ষের দাবি প্রিন্ট মিসটেকের কারণে এই ভুল হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টারে সঠিক রিপোর্ট উঠানো হয়েছে।

কাঞ্চন মালা গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুরের রানার স্ত্রী।

রোগীর পরিবারের লোকজন জানান, গত ১২ মার্চ মেহেরপুর শহরের হাসপাতাল এলাকার সনোল্যাবে কাঞ্চন মালার রক্তের গ্রুপ নির্নয় করা হয়। সেখানে নিলিম চদ্র দাস নামের এক মেডিকেল টেকনোলজির স্বাক্ষরিত রক্তের গ্রুপ বি পজেটিভ বলে রিপোর্ট প্রদান করে।

বুধবার রানার স্ত্রী কাঞ্চন মালার সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য মেহেরপুর এ্যাপোলো ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। অপারেশনের জন্য সেখানে রক্ত সংগ্রহ করতে বলেন তারা। কাথুলি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মজিবুল হক এর রক্তের সাথে মিল থাকায় আগে থেকে রক্ত একটি ব্যাগে রাখা হয়।

পরে কাঞ্চন মালা ও আমার রক্তের গ্রুপ ও ক্রস ম্যাসিং করতে গেলে রক্তের গ্রুপ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এর পরপরই রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস ও প্রাইম ল্যাবে কাঞ্চনমালার রক্ত পরীক্ষা করা হয়। সেখানে তার রক্ত এবি পজেটিভ বলে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে সনোল্যাব সত্তাধীকারী জেপি আগরওয়ালা বলেন, এটা টাইপ মিসটেক হয়েছে। আমাদের রেজিস্ট্রার খাতায় সঠিক লেখা ছিল। আমাদের ওই টেকিনিশিয়ানকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক লিংকনের বাবার

ইন্তেকাল : বিভিন্ন মহলের শোক

চ্যানেল ফোর টেলিভিশন ও দৈনিক সময়ের কাগজ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি এমএ লিংকন-এর বাবা এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ মকবুল হোসেনের চাচা আব্দাল হক মিয়া ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি কয়েক বছর যাবত বিভিন্ন রোগে ভূগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। আব্দাল হক ৩ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৯টা ৪০ মিনিটের সময় বার্ধক্যজনিত কারণে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের নিজ বাসভবনে অাব্দাল হক মারা যান।

মরহুম আব্দাল হক মিয়ার জানাজা নামাজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় মিনাপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থান ময়দানে দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানান, তার ছেলে সাংবাদিক এম.এ লিংকন।

এদিকে আব্দাল হক মিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।